

## জঙ্গিপুৰ সংবাদেৰ নিয়মাবলী

জঙ্গিপুৰ সংবাদে বিজ্ঞাপনেৰ হাৰ প্রতি সপ্তাহেৰ  
জন্ত প্রতি লাইন ১০ আনা, এক মাসেৰ জন্ত  
প্রতি লাইন প্রতিবার ১০ আনা, তিন মাসেৰ জন্ত  
প্রতি লাইন প্রতিবার ১০ আনা, ১ এক টাকার  
কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড়  
স্থায়ী বিজ্ঞাপনেৰ বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং  
আসিয়া কৰিতে হয়।

ইংৰাজী বিজ্ঞাপনেৰ চার্জ বাংলাৰ দিগুণ।

জঙ্গিপুৰ সংবাদেৰ সডাক বাৰ্ষিক মূল্য ২ টাকা  
হাতে ১১০ টাকা। নগদ মূল্য ১০ এক আনা।  
বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রী বিনয়কুমার গুপ্ত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered  
No. C. 853

# সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—o—o—o—

বহু পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত  
শিরোরোগান্তক তৈল

ও  
শিরোরোগান্তক ঔষধ

উল্লেখ্যাজনিত মাথা ভার, মাথা কামড়ান এই তৈল  
ও ঔষধব্যবহারে প্রশংসিত হয়। মূল্য তৈল এক  
শিশি ২১০ টাকা ঔষধ ২ সপ্তাহ ১ টাকা।

চ্যবনপ্রাশ ১ সেব (৮০ তোলা) ১০০ টাকা

মকরধ্বজ ১ তোলা ৮ টাকা।

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরাজ  
(গভর্নমেন্ট রেজিষ্টার্ড)

মণিগ্রাম বাসন্তীতলা, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—৮ই আষাঢ় বুধবার ১৩৫৬ ইংৰাজী 22nd June 1949 { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাবানের সেরা

## রায়সন সাবান

ব্যবসাদারদের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিনীত—

রায়সন কেমিক্যাল কোং

থাগড়া

(পুরাতন পোষ্ট অফিসের গলি)

## বরফ

বাজারে বাহির হচ্ছে

স্থানীয় এজেন্সীর

ও

অন্যান্য সর্তাবলীর জন্ত

খোঁজ লউন।

বিনীত—

বহরমপুর আইস্ কোং

থাগড়া

(পুরাতন পোষ্ট অফিসের গলি)

১৯০৭-১৯৪৭

‘স্বদেশী যুগে’র প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক ভবন, জোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ  
ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রাণ মনীষী ‘হিন্দুস্থান’-এর  
গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল,—জীবন-বীমার দ্বারা  
ব্যক্তি ও জাতির আর্থিক-উন্নতি সাধন করা। এ বিষয়ে ‘হিন্দুস্থান’ পূর্বাধিক  
দেশবাসীর নিকট হইতে সর্বান্তরিক সহযোগিতা লাভ করিয়া আসিতেছে এবং  
গত ৪১ বৎসরের জন-সেবায় ইহা আজ ভারতের অগ্রতম সর্ববৃহৎ বীমা-  
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের মোসাইটির অসামান্য সাফল্যেই  
তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

নূতন বীমা	...	১২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর
মোট চলতি বীমা	...	৫৫ ” ৬৩ ” ” ”
প্রিমিয়ামের আয়	...	২ ” ৬১ ” ” ”
বীমা তহবিল	...	১০ ” ৬৩ ” ” ”
মোট সংস্থান	...	১১ ” ৬৪ ” ” ”
দাবী শোধ [ ১৯৪৭ ]	...	প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা

কিন্তু হিন্দুস্থানের গর্ব তাহার এই সকল কোটি কোটি টাকার অঙ্কে নহে,  
সে যে তাহার অকুণ্ঠ সেবা দ্বারা অসংখ্য পরিবারের অর্থসংস্থান করিয়া  
দিতে পারিতেছে, ইহাই তাহার প্রকৃত গর্বের বিষয়।

## হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

সৰ্বোভো দেবেভো নমঃ ।



## জঙ্গিপুৰ সংবাদ

৮ই আষাঢ় বৃহস্পতি সন ১৩৫৬ সাল

## সমতা—মমতা—ক্ষমতা

—:~:—

সমতা মানে সাদৃশ্য । পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—  
দ্বয়োরেব সমং বিস্তং দ্বয়োরেব সমং বলং ।  
তয়োৰ্বিবাদ মৈত্রীক নোক্তমাধময়ঃ কচিৎ ।

দুজনের যদি সমান ধন ও সমান বল থাকে, তাদের মধ্যেই বিবাদ বা মিত্রতা শোভা পায়। উত্তমে অধমে কখন বিবাদ বা বন্ধুত্ব সাজে না।

মানুষে কথায় কথায় বলিয়া থাকে—

“যে যাতনা বিধে, বুঝিবে সে কিসে  
কতু আশীবিধে দংশেনি যাবে।”

যাকে কখনও সাপে দংশন করেনি, সে বিষের যাতনা যে কি তা কেমন করিয়া অনুভব করিবে?

প্রায় দেখা যায়—একজন মুটে যদি কোনও বাবু লোককে তার মোট নামিয়ে দিতে, বা মোট তুলে দিতে বলে, বাবু রাগান্বিত ভাবে তাকে ভৎসনা করেন—বেটা মানুষ চিনিস না, আমি তোর মোট তুলে দিবার লোক? যদি সে কোন মুটেকে তার মোট তুলে দিতে বা নামিয়ে দিতে বলে, সে বিনা আপত্তিতে তার কাজ করে দেয়। কারণ সে জানে যে মোট বহা কি কষ্ট। উভয়েই সমান অবস্থার লোক।

এই সমতার জগুই মমতা আসিয়া তার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করে তাই, সে তার মত দুঃখীর দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

একদিন সমতা ছিল, মমতাও ছিল, হঠাৎ তা দূর হ'য়ে যায়, যদি তারই মধ্যে একের হঠাৎ ক্ষমতা এসে জোটে। ক্ষমতা পাইবামাত্র সমতা ও মমতা নষ্ট হইয়া যায়। ক্ষমতা অহংকারের জননী। ক্ষমতা বা সামান্য ঐশ্বর্য্য মানুষের অতীত স্মৃতি লোপ না করিলেও সে ভাগ করে যে চিরদিনই এই অবস্থার লোক, কোনও দিন হীন দশা তার ছিল না। একটি গল্প শুনুন—

এক দুঃখিনী পেঁয়াজ, রসুন, লক্ষা, আদা ইত্যাদি মাথায় নিয়ে গায়ে গায়ে, পাড়ায় পাড়ায় হাঁক ছেড়ে বেচে বেড়াতে। তার ভগবৎ-দস্ত একটা ঐশ্বর্য্য ছিল—সেটা তার রূপ ও যৌবন।

এক রাজবাড়ীর মালিক হয়েছেন এক তরুণ কুমার। সেই রাজবাড়ীর পেছনের খিড়কীর দিকে এক তাঁতি বাস করে। তাঁতির স্ত্রী আছে, ২টা ছোট ছোট ছেলে আছে। এই তরুণী পেঁয়াজ-বেচুনী রাজবাড়ীর খিড়কীতে এসে ডাক দিল—পেঁয়াজ, রসুন, লক্ষা, আদা নেবে গো। কুমারের খাস-খানসামা তাকে পেঁয়াজ নেবে বলে অন্দরে ডেকে নিয়ে গেল। সে অন্দরে ঢুকলো কিন্তু আর বেরলো না। তাঁতি দেখেও দেখলো না। বড় ঘরের কথা কইতে নেই—এ নীতি তাঁতির জানা ছিল।

কাল যে পেঁয়াজ বেচুনী ছিল, আজ সে রাণী হয়েছে। তাঁতি দেখে—সে কত রকমের শাড়ী, কত রকমের গয়না প'রে রেলিঙের ধারে দাঁড়ায়। তাঁতি তার পত্নীকে সাবধান ক'রে দেয়—যেন কারো কাছে কোন গল্প না করে। রাজারাজড়ার ব্যাপার দেখেও দেখতে হয় না।

একদিন অল্প এক দুঃখিনী পেঁয়াজ-ওয়ালী রাজবাড়ীর খিড়কীতে এসে হাঁক দিতেই ভূতপূর্ব পেঁয়াজ-বেচুনী—অধুনা রাণী বেড়িয়ে এসে তাকে তার চুপড়ি নামাতে বলেন। সে নামালো। রাণী তখন একটা লক্ষা তুলে নিয়ে—তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁ গা এটা কি জিনিষ? বেশ সুন্দর তো! বাঃ! কেমন লাল! পেঁয়াজ-ওয়ালী—মা, একে লক্ষা বলে। রাণী—থেতে মিষ্টি? পেঁয়াজ-ওয়ালী—না, মা, খুব ঝাল। রাণী—এত সুন্দর জিনিষ ঝাল!

( একটা পেঁয়াজ দেখিয়ে ) এ কি জিনিষ?

পেঁয়াজ-ওয়ালী—এর নাম পেঁয়াজ মা।

রাণী—( একটা রসুন দেখিয়ে ) এগুলো বুঝি সাদা পেঁয়াজ?

পেঁয়াজ-ওয়ালী—না, মা, ওর নাম রসুন!

তাঁতি এইবারে আর সহ করতে পারলো না। তার স্ত্রীকে বললে—“চলো আর এখানে থাকা হবে না। বাপরে! এই দু'বৎসরের মধ্যে পেঁয়াজ, লক্ষা, তুলেছে! ওর কিছু করতে পারবো না, আর সহ্যও হচ্ছে না।” এই বলে তাঁতি তার সর্বস্ব নিয়ে নদীর ওপারে অল্প রাজার জমিদারীতে তার কুঁড়ে ঘর বেঁধে তাঁত বুনতে লাগলো।

কিছুদিন পরে রাজকুমারের খেয়াল হয়েছে—তাঁতি

বহুদিন হ'তে এইখানে বাস করে। সে গেল কোথা? কেনই বা গেল? সন্ধান নিয়ে তাকে একদিন ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এখান হ'তে চলে গেলে কেন? তোমার উপর কোনও অত্যাচার হয়েছে না কি? তাঁতি করষোড়ে নিবেদন করলো—বা একটু গোপনে আমার দুখের কথা শুনে হবে। রাজকুমার তার মুখে সেই পেঁয়াজ-বেচুনির দেমাকের কথা শুনে তার পর দিনই তাকে বিদায় করলেন। তাঁতি আবার তার পুরাতন ভিটেতে ফিরে এলো।

সমতা ও মমতা—ক্ষমতার জগু কিরূপ-ভাবে নষ্ট হয়, তাহা আমাদের হঠাৎ ক্ষমতা-প্রাপ্ত ভূঁইফোর্বদের দেখেই বেশ উপলব্ধি করা যায়। এরা যখন আবার পূর্ব দশা প্রাপ্ত হয় তখন সকলেই আনন্দিত হওয়া ছাড়া দুঃখিত হয় না। এই সব আবুহোসেনী বাদশাহী সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে।

### রঘুনাথগঞ্জ সার্বজনীন দুর্গাপূজার ১৩৫৫ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব

জমা—

১ নং বই	১—৫০	৬২।০
২ ” ”	৫১—১০০	২৬
৩ ” ”	১০১—১৫০	২১
৪ ” ”	১৫১—২০০	৮০।০
৫ ” ”	২০১—২৫০	X
৬ ” ”	২৫১—৩০০	১৬৬।০
৭ ” ”	৩০১—৩৫০	৫২।০
৮ ” ”	৩৫১—৪০০	X
৯ ” ”	৪০১—৪৫০	৩৪।০
১০ ” ”	৪৫১—৫০০	২৩

৫৪২৬।০

সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে ধার  
জমা—১২১।০ মোট—৫৬০৬।০

Checked the accounts as per  
counterfoils of receipts and found  
correct.

Sd/ A Bhattacharjya  
Auditor,  
31, 5, 49

খরচ—

প্রতিমা ( দুর্গা ও লক্ষ্মী পাট মেসামত সমেত )—	১১০৮/০
পূজা—	২২৮৮/১৫
মণ্ডপ ( তৈয়ারী ও খোলা )—	৪০০/০
প্রসাদ ভোজন—	৩১৮/০
সামিয়ানা তৈয়ারী—	২৭৮/০
আলোক সজ্জা—	১৮৮/১০
ভূত্যা—	১২১/০
বাছ ( ঘাট ও বিড়ি সমেত )—	২৮৮/০
আমোদ প্রমোদ—	২৮৮/১০
নিরঞ্জন—	১৮৮/০
লক্ষ্মী পূজা—	২৫৮/৫
বিবিধ—	১১৮৮/১০

মোট—৫৬৯৮/০

Checked the accounts as per vouchers and found correct.

Sd/ A Bhattacharjee  
Auditor.  
31. 5. 49

রসিদ বইগুলি পণ্ডিত-প্রেস দয়া করিয়া ছাপিয়া দিয়াছেন। ছাপা খরচ বা কাগজের দাম কিছুই লন নাই।

যাহারা পূজার হিসাবের খাতা, রসিদ ইত্যাদি দেখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা দয়া করিয়া যে কোন দিন শ্রীঅবনীকুমার রায় মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন।

শ্রীশিশিরকুমার ভৌমিক, সভাপতি  
শ্রীরমাপতি চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসের সন্নিহিত একটা চালু ডিম্পেন্সারীর ঔষধ ও সরঞ্জাম বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীসরস্বতী দাসী  
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

## নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৮ই জুলাই ১৯৪৯

১৯৪৮ সালের ডিক্রীজারী

৫৮৯ খাং ডি: হেমন্তকুমার রায় দেং ধনি বিবি দাবি ১৬৮/৬ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে লক্ষরপুর ৩-১ শতকের কাত ২৮০ আ: ১০, খং ৪৮৫

৫০৪ খাং ডি: গৌরগোপাল মিত্র দেং দেং কুম্ভমখাতুন বিবি দেং দাবি ১৭৮/৩ থানা ফরকা মৌজে বেওয়া ২ শতকের কাত ১, আ: ৫, খং ১৬২০। ১৬২১

১৯৪৯ সালের ডিক্রীজারী

১৫০ খাং ডি: মহম্মদ দাউদ মহলদার দেং দেং বোধন-প্রসাদ ভকত দেং দাবি ২০৩/২ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে লালপুর ৮৫১৪ জমির কাত ৪৯, আ: ১৭৫, খং ৬২

১০৩ খাং ডি: কমলারঞ্জন ধর এষ্টেটের ট্রাষ্টি রাখহরি দত্ত দেং রসিদ সেখ দেং দাবি ৪১৮/০ থানা সাগরদীঘি মৌজে নিজ চাঁদপাড়া ২-২৫ শতকের কাত ৫৮/৫ আ: ২৫, খং ১০০৯ রায়ত স্থিতিবান

১৩৮ খাং ডি: বীরেন্দ্রনাথ মহাতা দেং এজাহার সেখ দেং দাবি ৮৮/৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে ফুলসহরি ৪৬ শতকের কাত ৩৮/৫ আ: ৫, খং ১৬৩

১৩৯ খাং ডি: পঙ্কজকুমার দাস দেং দেং ললিতমোহন ঘোষ দেং দাবি ৩০৮/০ থানা সাগরদীঘি মৌজে দোগাছি ৫-৬২ শতকের কাত ১২৮/২ আ: ১০, খং ১২৮

১৪০ খাং ডি: নরেশচন্দ্র বসু দেং ইমানি সেখ দেং দাবি ৫০৮/৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে কাঁচিয়া বিষ্ণুচাঁদা ৭-৫০ শতকের কাত ২৮১০ আ: ১০, খং ১০৫

১৪৩ খাং ডি: অনিলকুমার সরকার দেং দেং শরৎচন্দ্র ঘোষ দেং দাবি ১৫৮/৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে উলাডাঙ্গা ৭২ শতকের কাত ১৬ আ: ৫, খং ১১০

১৪৪ খাং ডি: কমন ম্যানেজার গোবিন্দভূষণ চৌধুরী দেং শ্রামাপদ সাহা দাবি ১৪২৮/৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে কৈয়ড় ৪-৬৭ শতকের কাত ২৩৮/১৫ আ: ৫০, খং ২২৫

১৪৫ খাং ডি: এ দেং পঙ্কজকুমার সাহা দেং দাবি ১১২/০ মৌজাদি এ ৪০৩৩ শতকের কাত ১৮৮/১৭ আ: ৫০, খং ২২৪

১৪৭ খাং ডি: এ দেং দুর্গারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি ১২৮/২ মৌজাদি এ ৪৭ শতকের সেন ৮০ আ: ৫, খং ৪৪৮

১৪৮ খাং ডি: এ দেং শ্রামাপদ সাহা দেং দাবি ২৩৮/২ মৌজাদি এ ১-৪৯ শতকের সেন ৮/৩ আ: ১০, খং ৪৫৮

১৪৯ খাং ডি: এ দেং নন্দরাণী দেবী দেং দাবি ৩৪৮/৩ মৌজাদি এ ২৭ শতকের কাত ৪৮/০ আ: ২০, খং ৩৮৫

১১৯ খাং ডি: বাগচী ষ্টেটের কমন ম্যানেজার রণেন্দ্রনাথ বাগচী দেং মো: ছুরমহাম্মদ দেং দাবি ৩৬৮/৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে বড়গড়া ২৩ শতকের কাত ৪, আ: ১০, খং ৩২১

২৩ খাং ডি: রায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী বাহাছুর দেং দেং হাজিবুল্লা বিশ্বাস দেং দাবি ২২৮/২ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে জয়কৃষ্ণপুর ১-১৭ শতকের কাত ৪৮/৮ আ: ১০, খং ৪৩১ রায়ত স্থিতিবান

৪৮ খাং ডি: রাজা ভূপেন্দ্রনাথ সিংহ বাহাছুর দেং সাজ্জাদ সেখ দেং দাবি ২২৭/২ থানা ফরকা মৌজে জোতাটাইপাড়া ৭/০ বিধা জমির কাত ৮৮০ আ: ২৫০, রায়ত স্থিতিবান

৮৫ খাং ডি: উমাপদ চৌধুরী দেং দেং মানিক সেখ দাবি ১৬৮/৬ থানা ফরকা মৌজে কাশীনগর ৪২ শতকের কাত ১৮/৩ আ: ৫, খং ১২০

৮৭ খাং ডি: এ দেং রসিক ঘোষ দেং দাবি ১২৮/০ থানা এ মৌজে হোসেনপুর ১-৭৮ শতকের কাত ১৮/২ আ: ৫, খং ৪৪

২৯ খাং ডি: এ দেং কোরবান সেখ দেং দাবি ১১৮/০ থানা এ মৌজে ভবানীপুর ৩৪ শতকের কাত ১৮/৪ আ: ৫, খং ৩৪

১০০ খাং ডি: এ দেং এ দাবি ১৩, মৌজাদি এ ৩২৮ শতকের কাত ১৮ আ: ৫, খং ৩৫

৮২ খাং ডি: মাতঙ্গালি জনাব মরতুজা বেজা চৌধুরী দেং দেং আক্বাস সেখ দেং দাবি ১৮৩/০ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে দাঁতিয়া অনন্তপুর ২৩৮/১৩ জমির কাত ২৮৮/৬ আ: ১০০, খং ৫৬২

২০ খাং ডি: এ দেং রজনীকান্ত সরকার দেং দাবি ৩৪৮/৬ মৌজাদি এ ৪/৩৫০ জমির কাত ৪/৬ আ: ২৫,

[ পর পৃষ্ঠা দেখুন।

(পূর্ব পৃষ্ঠার জের)

১৯৪২ সালের ডিক্রীজারী

১৬ একাউন্ট ডিঃ কুমার নৃপেন্দ্রচন্দ্র পাণ্ডে দিঃ দেং  
জগবন্ধু সিংহ দাবি ৩০৪১/২ থানা সমসেরগঞ্জ মোজে  
মালখা ও ফুলন্দর ৯-৪০ শতকের কাত ৩৬২৫ আঃ ১০০,  
খং ৪৬৫ ২নং লাট থানা ঐ মোজে মালখা ১-২০ শত-  
কের কাত ৯৩/১৩১ আঃ ৫০, খং ৪৬২ ৩নং লাট মোজাদি  
ঐ ৭ শতকের কাত ১১০ আঃ ১০, খং ৪৬০

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

জীবন বীমা করা  
আপনার সব চেয়ে  
বড় দায়িত্ব

মেট্রোপলিটন

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রো

কলিকাতা

এজেন্ট চাই

জঙ্গীপুরের পল্লী অঞ্চলের জন্য

অনুমোদন করুন।

... কিন্তু  
এতে আমরা সকলেই একমত!

**সুরবলা**

যে সব ডাক্তাররা  
সুরবলী ব্যবস্থা করে

দেখোচন তাঁরা সবাই একমত যে  
এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ  
নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব  
কমই আছে।

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, ঘা, স্ফোটক,  
নালি, রক্তদৃষ্টি প্রভৃতি নিরাময়  
করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া  
অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে।  
গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র  
সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

**সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ**  
ডাক্তারপুত্র হাউস, কলিকাতা

C. K. SEN & CO. LD  
JABAKUM HOUSE  
কলিকাতা  
২৪, CHITRANAGAR AVENUE  
CALCUTTA

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রী বিনয়কুমার পাণ্ডিত কর্তৃক

সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত